International Labour Organization

European Union

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ: দক্ষতা উন্নয়ন রূপকল্প ২০১৬

বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অষ্টম। শ্রমশক্তির বিবেচনায় যা অপার সম্ভাবনাপূর্ণ একটি দিক। বিশ্ব শ্রমবাজারে দেশের প্রতিযোগিতার সামর্থ সৃষ্টি এবং সবার জন্য শোভন পেশা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় এবং আইএলও-এর সঙ্গে মিলে বাংলাদেশে আমরা কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সংস্কারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করছি এবং সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ: দক্ষতা উন্নয়ন রূপকল্প ২০১৬ উপস্থাপন করতে চাই। এটা ২০১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের রূপকল্প বা লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন আমরা আপনাদের সমর্থন প্রত্যাশা করছি।

অধ্যাপক আবুল কাশেম
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প।

দক্ষতা, জ্ঞান ও উদ্ভাবন হলো বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি। যেসব দেশে শিক্ষিতের হার উচ্চতর এবং রয়েছে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক, সে দেশগুলো বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় শুধু এগিয়েই থাকে না, বরং দ্রুততার সাথে সমস্যা মোকাবেলায় এবং বিদ্যমান সুযোগ ধরতে সমর্থ হয়।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি) সচিবালয় গঠন এবং মন্ত্রিসভায় সম্প্রতি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি- ২০১১ অনুমোদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার একটি নমনীয়, বাজার-কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করছে।

জনাব জীবন কুমার চৌধুরী
যুগ্ম সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি সচিবালয়

ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি- ২০১১ অনুমোদন দেশের ইতিহাসে একটি বড় মাইলফলক। দক্ষতা উন্নয়নে এখন আমাদের একটি কাঠামো রয়েছে, আমাদের দরকার একটি নমনীয়, চাহিদা চালিত ও বাজারভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

এই কাঠামোর ভিত্তিতে এই ধরনের নমনীয়, চাহিদা চালিত ও বাজারভিত্তিক দক্ষতা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও বর্তমান ব্যবস্থার সংস্কার নিশ্চিত করতে এখনও অনেক কাজ করতে হবে। তৈরি করা দরকার কর্মকৌশল, তৈরি করা দরকার জনবল এবং গড়ে তোলা প্রয়োজন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান।

আমরা যাতে আমাদের লক্ষ্য বা রূপকল্প থেকে সরে না আসি তা নিশ্চিত করতে, বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) ব্যবস্থা ২০১৬ সালে কেমন হবে তা তুলে ধরছি।

এখন, এটি বাস্তবে রূপ দিতে হবে...

রূপকল্প: ২০১৬

০১

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলের কর্মপরিকল্পনা ৮০% এর বেশি বাস্তবায়ন

দেশ জুড়ে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বড় ধরনের সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বড় সাফল্যগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- দেশব্যাপী পরিচালিত ১৫টি শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল বা আইএসসি গঠন।
- সরকারের প্রধান প্রধান মন্ত্রণালয়গুলো তাদের পুরাতন পাঠ্যক্রমভিত্তিক কোর্সগুলো পরিবর্তন করে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) কর্তৃক স্বীকৃত সক্ষমতাভিত্তিক কোর্স চালুর উদ্যোগ নিয়েছে।
- প্রশিক্ষণদাতাদের ৫০% কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে নিবন্ধিত এবং তারা সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন কোর্স পরিচালনা করে।
- কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রায় ৩০% জনবল এখন নতুন ব্যবস্থায় কাজ করছে।

শিল্পমান ও যোগ্যতার অগ্রগতি

সহযোগিতামূলকভাবে প্রত্যেক খাতের জন্য শিল্পের মান ও যোগ্যতা তৈরি হয়েছে।

- শিল্পমানের ক্ষেত্রে ১৫টি শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল (আইএসসি) প্রত্যেকেই কমপক্ষে তিনটি সক্ষমতাভিত্তিক কর্মসূচিতে অবদান রেখেছে।
- ১৫টি আইএসসি'র সবগুলোরই শিল্পমান উন্নয়ন ও পাঠ্যক্রম প্রণয়ন কমিটি রয়েছে।
- আইএসসির স্থানীয় প্রতিনিধি দেশের ১০০টি সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/পলিটেকনিকের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত আছেন।
- প্রথমদিকের পাঁচটি আইএসসি তার সেক্টরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ৮০ শতাংশ সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণে রূপান্তর করেছে এবং সেগুলো কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে নিবন্ধিত।

রূপকল্প:
২০১৬
০৩

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে জেন্ডার সমতা অর্জন

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষক থেকে ব্যবস্থাপক পদে এই খাতের প্রতিটি পর্যায়ে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ রয়েছে।

- জেন্ডার সাম্যতা বিষয়ে জাতীয় প্রচারণামূলক কর্মসূচির ফলে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে মেয়েদের অংশগ্রহণ ব্যাপক সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০% বেড়েছে (২০১১ সালের পরিসংখ্যানের তুলনায়)। অ-সনাতনী পেশাতেও নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি হয়েছে।

- কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলোতে জেন্ডার কেন্দ্রিক বাধা না থাকায় এবং নিয়োগে সমান সুযোগ দেওয়ার নীতি তৈরি হওয়ায় প্রশিক্ষক ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা ২০% বেড়েছে।

- বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ সরকারের একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয়।

- সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের কারিগরি প্রতিষ্ঠানেই জেন্ডার নীতিমালা বাস্তবায়ন করার পাশাপশি মানবসম্পদ বিভাগের মাধ্যমে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও অধিকার সংরক্ষণ হচ্ছে।

রূপকল্প:
২০১৬
০৪

ভবিষ্যৎ দক্ষতা মডেল হিসেবে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ) গৃহীত

সরকারের মন্ত্রণালয়গুলোর ৮০% জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ)-কে যোগ্যতার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

- সবগুলো মন্ত্রণালয় কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে কোর্স নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে।
- প্রতিটি মন্ত্রণালয় তাদের পূর্বতন কর্মসূচিগুলোকে নতুন সক্ষমতা ভিত্তিক কোর্সে রূপান্তরিত করার তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করেছে, এই লক্ষ্যে যে পুরাতন কর্মসূচিগুলোকে পূর্ণ স্বীকৃত সক্ষমতাভিত্তিক কোর্সে উন্নীত করা যায়।
- ২৫% বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতা ও এই আবেদন করেছে।
- শিল্প দক্ষতা কাউন্সিলগুলি তাদের দক্ষতার চাহিদাকে এনটিভিকিউএফ-এর লেভেল ও অকুপেশন অনুযায়ী প্রকাশ করতে পুরোপুরি সমর্থ।

রূপকল্প: ২০১৬

০৫

কারিগরি শিক্ষা বোড কর্তৃক মান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড দক্ষতামান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে এবং তারা এনএসডিসিতে বছরে দুবার এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাঠায়।

- এই ব্যবস্থা অন্তত পক্ষে একটি আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকরণ সংস্থার স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং অংশগ্রহণকারী সব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- শ্রমশক্তির আন্তর্জাতিক ব্যবহারকারীরা বাংলাদেশের দক্ষ শ্রমিকদের দক্ষতার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বেশিরভাগ দেশে অন্তত পাঁচটি সেক্টরে এই স্বীকৃতি মিলেছে।
- আইএসসিগুলো পরিমাপযোগ্য মান সূচক তৈরি করেছে যা আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীন স্বীকৃতির জন্য অবশ্যই অর্জন করতে হবে।

রূপকল্প: ২০১৬

০৬

দক্ষতা উপাত্ত ব্যবস্থা (স্কিলস ডাটা সিস্টেম) পুরোপুরি কার্যকর

তিন বছর ধরে দক্ষতা উপাত্ত ব্যবস্থা কর্যকর রয়েছে, এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো শিল্পের চাহিদা পূরণ করতে সড়্গাম হচ্ছে।

- এই ব্যবস্থায় বাস্তব-সময় নির্ভর অনলাইন সেবা রয়েছে যা দক্ষ কর্মীর চাহিদা ও সরবরাহের বিষয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের কাছ থেকে পূর্বাভাসমূলক উপাত্ত গ্রহণ করে।
- প্রতিটি আইএসসিতে, সরকারি মন্ত্রণালয়ে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিওতে প্রশিক্ষিত কর্মী রয়েছেন যারা এই ব্যবস্থায় উপাত্ত প্রদান ও গ্রহণ করতে পারে।
- তিন মাস অন্তর এনএসডিসির নির্বাহী কমিটি উপাত্ত ব্যবস্থায় তৈরি হওয়া প্রতিবেদন দেখতে পারেন এবং নীতি নির্ধারকদের অবগত রাখতে এই তথ্য ব্যবহৃত হয়।
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিল্পখাতের চাহিদা অনুযায়ী কোর্স পরিচালনার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রূপকল্প: ২০১৬
০৭

দেশে একটিমাত্র সক্ষমতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষক যোগ্যতা বিদ্যমান

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত জাতীয়ভাবে স্বীকৃত একটি মাত্র সক্ষমতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষক যোগ্যতা ব্যবস্থা রয়েছে।

- বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ কোর্সের ৬০% ইন্সট্রাক্টর এই যোগ্যতা ব্যবহার করেন। বিভিন্ন বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শিল্প কারখানার প্রশিক্ষণও এর অন্তর্ভুক্ত।
- প্রথমবারের মতো শিল্প প্রশিক্ষকদের সংখ্যা প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক প্রশিক্ষকদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে।
- ইন্সট্রাক্টর প্রশিক্ষণের গুণগতমানের ধারাবাহিক অগ্রগতি, প্রদত্ত গুণগতমানের যোগ্যতার অগ্রগতিতে যুক্ত হচ্ছে যা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো উপলব্ধি করছে এবং একে সমর্থন করছে।

রূপকল্প: ২০১৬

০৮

সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠিত

স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় উপদেষ্টা পরিষদকে যুক্ত করতে ৬০টি সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নতুন সিস্টেম চালু করতে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

- প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়াতে ফি-প্রদেয় কোর্সে প্রতিষ্ঠানগুলো ভর্তি আহ্বান করেছে।
- ৭৫% সরকারি প্রতিষ্ঠান দিনে দ্বিতীয় শিফটে ক্লাস এবং রাতে জীবনব্যাপি প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে নমনীয় শিক্ষণ সুবিধা প্রদান করছে।
- ৭০% প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকরা প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পন্ন করেছেন।

রূপকল্প: ২০১৬

০৯

আনুষ্ঠানিক শিক্ষানবিসির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে

বিএমইটিতে নিবন্ধিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষানবিসের সংখ্যা ২০১১ সালের তুলনায় ৩০ গুণ বেড়েছে।

- বিএমইটিতে নিবন্ধিত নতুন শিক্ষানবিসদের ৮০% বিটিইবি-এর এনটিকিউভিএফ যোগ্যতা কোর্সে নিবন্ধিত হয়েছে।

- নব্বই হাজার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিসও নিবন্ধিত হয়েছেন। এক বা একাধিক ইউনিটে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে যারা যোগ্য হিসেবে ইতোমধ্যে মূল্যায়িত হয়েছে এবং যাদের ভবিষ্যতে একটি পূর্ণ যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ থাকছে।

রূপকল্প: ২০১৬

১০

মানব সম্পদের দক্ষতা প্রশিক্ষণকে সমন্বিতকরণ

এনএসডিসি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের ব্যবস্থাপনা করে।

- এনএসডিসি ও এর পরিচালনার জন্য এই তহবিল ব্যবহৃত হয়। যার মধ্যে রয়েছে, শিল্প খাতে প্রশিক্ষণ জোরদার করা, সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে চাহিদা সম্পন্ন খাতগুলোর অগ্রাধিকার তুলে ধরা এবং টিভিইটির অন্যান্য জাতীয় অগ্রাধিকারভিত্তিক কৌশল নির্ধারণ করা।

- বাংলাদেশের বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর মানব সম্পদ বিভাগ কর্মী নিয়োগে প্রশিক্ষণকে বিবেচনা করে। এটা সকলেই জানেন যে, যারা অদক্ষ বা যাদের জাতীয়ভাবে স্বীকৃত কোনো যোগ্যতা নেই, নিয়োগে তাদের তুলনায় জাতীয়ভাবে স্বীকৃত সনদধারী দক্ষ কর্মীরাই অগ্রাধিকার পাবেন।

- শিল্পখাতের জন্য কোম্পানির অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রশিক্ষণের সহায়তার জন্য এই তহবিল ব্যবহৃত হয়।

রূপকল্প: ২০১৬

১১

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রাপ্তির সূচনা

বিদেশে গিয়ে অভিবাসী দক্ষ কর্মী হিসেবে যারা কাজ করতে চান, বা ফিরে আসার পর বিদেশ থেকে অর্জিত দক্ষতার স্বীকৃতি পেতে চান তাদের বাধা অপসারিত হয়েছে।

- নিয়োগকারী দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রবাসী শ্রমিকদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণকে এনটিভিকিউএফ মানের প্রশিক্ষণ হিসেবে রূপ দেয়া হয়েছে।

- নিয়োগকারী বেশ কয়েকটি দেশ এখন এনটিভিকিউএফ-কে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

- বিদেশে অর্জিত যে কোন নতুন দক্ষতার স্বীকৃতির জন্য বাংলাদেশে ফেরত আসা দক্ষ কর্মীদের পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (আরপিএল) মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মাধ্যমে তারা আনুষ্ঠানিক যোগ্যতা অর্জন করে অথবা আনুষ্ঠানিক যোগ্যতা অর্জনের পথে অগ্রসর হয়।

রূপকল্প: ২০১৬

১২

পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি এবং সনদ প্রদান

একটি সমন্বিত পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (আরপিএল) প্রদান ব্যবস্থা বিদ্যমান, যার মাধ্যমে প্রার্থীর বর্তমান দক্ষতা ও কাজের অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি দেওয়া যায় এবং যার মাধ্যমে দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি কোনো ঝামেলা ছাড়াই আনুষ্ঠানিক যোগ্যতার স্বীকৃতি নিতে পারেন।

- প্রতি বছর এক লাখের বেশি লোক কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই দক্ষতা অর্জন করছেন। অনুমান করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা বছরে কমপক্ষে দুই লাখ হবে।

- যাদের ক্ষমতা রয়েছে, সেই সব নতুন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও আরপিএল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহযোগিতা করার জন্য শিক্ষকগণ দক্ষ ও যোগ্যভাবে তৈরি হয়েছেন।

- বিভিন্ন স্থানে ও প্রতিষ্ঠানে এই মূল্যায়ন কেন্দ্রগুলো স্থাপিত রয়েছে। কিছু কেন্দ্র স্বতন্ত্র মূল্যায়ন কেন্দ্র এবং কিছু কেন্দ্র বর্তমান কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও দক্ষ কর্মী হয়ে উঠছে

এটা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (পিডব্লিউডি) দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব, যারা শ্রমশক্তিতে মূল্যবান অবদান রাখবেন।

- সমান সুযোগ প্রদান ও প্রচারণার ফলে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ (২০১১ সালের তুলনায়) ৫০% বেড়েছে।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ার কারণে তাদের সহায়তার জন্য প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষকদের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি করা সরকারের একটি অগ্রাধিকার।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমান সুযোগ প্রদানের নীতিমালা মেনে চলে।
- বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা সফলভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তৈরি ও বাস্তবায়ন করেছে।

পৃষ্ঠা ১৬ - ২৪

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ একটি পেশা হিসেবে গড়ে উঠছে

শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার এখন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে উচ্চ শিক্ষার বিকল্প হিসেবে দেখতে শুরু করেছেন।

- বাংলাদেশে বর্ধিষ্ণু কর্মক্ষম জনসংখ্যার মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ পেশাগত জীবনের সুযোগ নিয়ে হতাশাবোধ দিনে দিনে কমছে। বাংলাদেশের এনটিভিকিউএফ যোগ্যতা এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাকরিদাতাদের দ্বারা স্বীকৃত। এখন তাই দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমেই এমন সব পেশায় কাজ করা যায় যেগুলো করতে আগে উচ্চতর শিক্ষাস্তর শেষ করতে হতো।

- সরকারি প্রচারাভিযান তরুণদের পেশা পরামর্শ সেবা কেন্দ্রে যেতে আগ্রহী করে তুলছে এবং এই সেবা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনায় নিচ্ছে।

পৃষ্ঠা ১৭ - ২৪

সরকারি খাতে প্রশিক্ষণে টিভিইটি ক্ষমতা অন্তর্ভুক্তকরণ

সরকারি খাতে প্রশিক্ষণ ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

- সরকারি চাকরিতে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ থাকা এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এই যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, নেতৃত্ব, বাজেট ও অর্থায়ন, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ বিষয়ক সাধারণ কারিগরি/বৃত্তিমূলক পর্যায়ের যোগ্যতা।

- এই কোর্সগুলো সরকারি খাতের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বেসরকারি ইনস্টিটিউটেও পরিচালিত হয়।

পৃষ্ঠা ১৮ - ২৪

প্রচলিত কোর্সসমূহ এখন দক্ষতা-ভিত্তিক

বৃত্তিমূলক কোর্সগুলোতে সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি যেমন অন্তর্ভুক্ত থাকে, তেমনি বিদ্যালয় বহির্ভুত কোর্সগুলোর সঙ্গে এগুলোর যথেষ্ট মিল রয়েছে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট কর্মসূচিতে বৃত্তিমূলক কোর্সগুলো নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়।
- প্রচলিত কোর্সগুলোকে দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণে উন্নীত করা হয়েছে।
- শিল্প দক্ষতা কাউন্সিলের মাধ্যমে কোর্সগুলো নির্ধারিত হয়, তা ভবিষ্যতে কোন পেশায় সবচেয়ে ভালো সম্ভাবনা বা সবচেয়ে বেশি দক্ষ কর্মী দরকার তা বিবেচনায় রেখে সরকার ওই বিষয়ের কোর্সগুলোর ওপর বেশি জোর দেয়। আর যে পেশায় শ্রমিকদের চাহিদা কম সেগুলো ততটা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয় না।

রূপকল্প: ২০১৬

১৭

বাংলাদেশ জুড়ে প্রশিক্ষণ সর্বব্যাপী হয়ে উঠছে

সমান সুযোগ প্রদান কর্মসূচি এবং সরকারি প্রচারণা মানুষকে বেশ উৎসাহিত করছে যাতে স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তি, গ্রামাঞ্চলের মানুষ, শিশু শ্রমিক এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরাও দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

- সর্বব্যাপী প্রবৃদ্ধি এজেন্ডার অংশ হিসেবে সমান সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি ৭৫% সরকারি মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

- প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন প্রশিক্ষিত, পিছিয়ে পরা ব্যক্তিকে কাজে নিয়োগ দেওয়ার লাভ বুঝতে পেরেছেন। অনুন্নত অঞ্চলে ব্যবসার প্রসার ঘটানো এবং ৬৪ জেলার সবকটিতে দক্ষতা প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে।

- প্রাক-বৃত্তিমূলক পর্যায়-১ ও ২ এর উন্নয়ন করা হয়েছে এবং সব প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশনে এটার ব্যবস্থা রয়েছে যাতে স্বল্প শিক্ষিত শিক্ষার্থীরা দক্ষতা প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নিতে আগ্রহী হয়।

- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সমতা কমিটি তাদের উদ্যোগের জন্য জাতিসংঘের কাছ থেকে একটি পুরস্কার পেয়েছে।

পৃষ্ঠা ২০ - ২৪

রূপকল্প: ২০১৬

১৮

টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলো শিল্পখাতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত

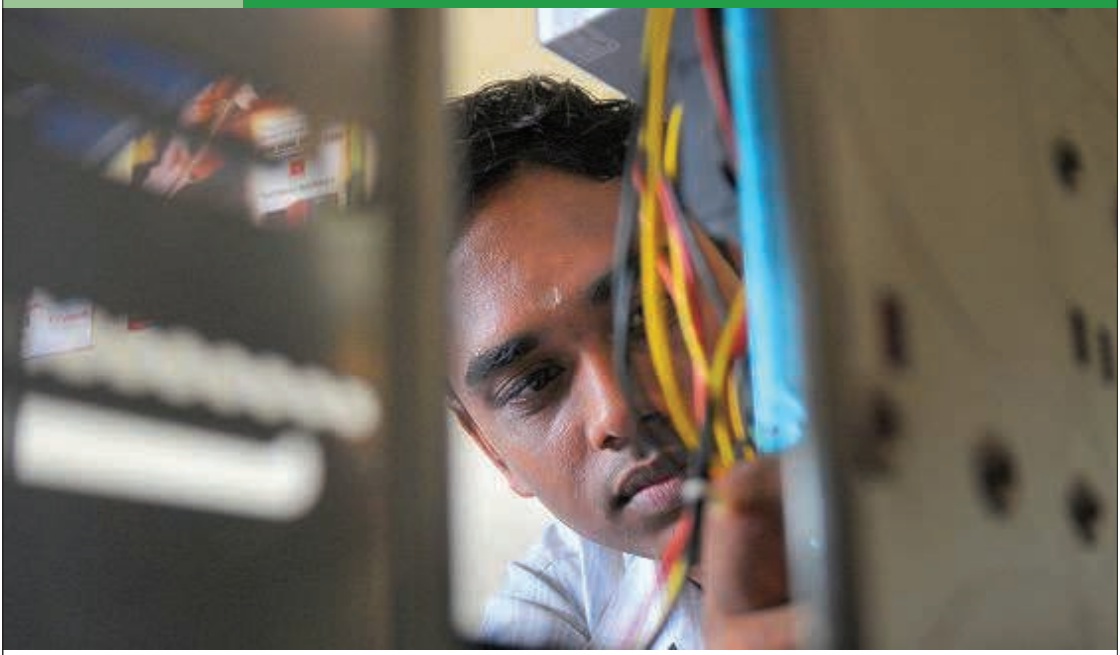

শিল্পখাত, প্রশিক্ষক ও কারিগরি ইনস্টিটিউটগুলোর মধ্যে শক্তিশালী অংশীদারীত্ব বিরাজমান। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় শিল্প-পরিচালিত প্রশিক্ষণ এবং শিল্পকারখানার সঙ্গে দক্ষ শ্রমিকদের সরাসরি যোগাযোগ।

- টিভিইটি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো কর্ম সংযুক্তি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করছে। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিল্পখাতে নিয়োজিত করা হচ্ছে।

- টিভিইটি প্রশিক্ষকরা তাদের দক্ষতা হালনাগাদ রাখতে এবং ওই খাতের সংশ্লিষ্ট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে নিয়মিতভাবে শিল্প কারখানায় ফিরে যায়। বেসরকারিভাবে নিয়োজিত কারিগরি দক্ষ কর্মীরাও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ সেশনে অংশ নেন।

- যখন কোম্পানিগুলো একটি নির্দিষ্ট দক্ষতার চাহিদা দেখেন, তখন তারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর সঙ্গে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করে। এর মাধ্যমে কোম্পানির কর্মীদের পাশাপাশি নতুন শিক্ষার্থীদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

পৃষ্ঠা ২১ - ২৪

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মিলে একটি নমনীয়, সক্রিয় ও বাজারভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশের ৩১% জনসংখ্যা আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য সীমার (দৈনিক ১.২৫ মার্কিন ডলার আয় করে) নিচে বাস করে। এর অর্থ হলো প্রতি তিনজনে একজন প্রতিদিন বাঁচার জন্য লড়ছে। দারিদ্র্যের কারণে বৈশ্বিক সমস্যার ক্ষেত্রে যেমন- সংঘর্ষ, অপরাধ ও পরিবেশ বিনষ্টের মতো নানা ধরনের প্রভাব পড়ছে।

প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর কাজের চাহিদা পূরণে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যার মাধ্যমে কাজে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতা অনেক বাড়ে এবং সবার জন্য শোভন ও নিরাপদ কাজ নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে তা ভূমিকা রাখে।

আমরা জানি, এটি একটি বড় দায়িত্ব, তবে আমরা এও জানি সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটা অর্জন করা সম্ভব।

আসুন একসঙ্গে কাজ করি এবং বাংলাদেশে ২০১৬ সালের মধ্যে এই রূপকল্প বাস্তবে পরিণত করি।

কপিরাইট © আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ২০১২